১৫-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মন্মনাভব রূপী ইঞ্জেকশন সর্ব দুঃখের রোগ থেকে মুক্ত করে, দেহী-অভিমানী হও তাহলে পবিত্রতা-সুখ-শান্তির বর্সা প্রাপ্ত হবে"

প্রশ্নঃ- বাবার কোন্ মহিমা কে তোমরা বাচ্চারা প্রাক্টিক্যালি টেস্ট করেছ ?

উত্তর :- বাবার মহিমায় গায়ন করা হয় - কত মিষ্টি, কত প্রিয় শিব ভোলা ভগবান ... এরই প্রাক্টিক্যাল টেস্ট তোমরা বাচ্চারা করেছ। তোমরা অনুভব করে বল মিষ্টি বাবা আমাদের কত মিষ্টি করে দিচ্ছেন। বাবা নিজের মিষ্টি বাচ্চাদের আশীর্বাদ করেন - বাচ্চারা, সর্বদা জীবিত থাকো। অতি প্রিয় বাবার আপন হয়েছ তাই ওঁনার মতন মিষ্টি ফুল হও।

গীত :- ধৈয্য ধর ওরে রে মন ....

ওম্ শান্তি। মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন সার্জেন ধৈর্য দেন রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য। সে তো হল শারীরিক রোগ। এখন বাচ্চারা তোমরা জেনেছ যে ইনি হলেন রুহানী সার্জেন। আত্মা রোগ যুক্ত হয়েছে, তাই আত্মাকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগানো হচ্ছে। আত্মাকেই জ্ঞান ইঞ্জেকশন লাগানো হয়, শরীরকে নয়। কোনো ছুঁচ বা ওষুধ ইত্যাদি নেই। এই একটি-ই ইঞ্জেকশন যথেষ্ট। কোন্ ইঞ্জেকশন ? মন্মনাভব, অশরীরী ভব - এ হল ইঞ্জেকশন। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে পবিত্রতা-সুখ-শান্তির বর্সা জমা হয়। দেহী-অভিমানী হয়ে যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই বর্সা জমা হতে থাকবে। বাচ্চারা জানে অর্ধকল্পের দুঃখ হরণ করেন যিনি, তিনি এসেছেন। হর-হর মহাদেব বলা হয়। এখন সেই মহাদেব নয়, দুঃখ হরণ তো বাবা-ই করবেন। দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন বাবা। বাচ্চারা জানে যথাযথভাবে আমরা অর্ধকল্প কিছু কিছু দুঃখ দেখে এসেছি। এখন রোগ বেড়ে গেছে। পাঁচ বিকার খুব দুঃখী করেছে তাই বাবা বলেন এই যে কল্পের খাতা আছে, সেসব এখন ঠিক করো। ব্যবসায়ীগণ ১২ মাসের জমা ও খরচের খাতা রাখে তাইনা। যারা চাকরি করে তারা জমা খরচের খাতার বিষয়ে জানেনা। সর্বোচ্চ ব্যবসা হল জহরাতের ব্যবসা। এইটিও হল জ্ঞান রত্ন। ব্যবসায়ীগণ জানেন আমাদের উপার্জন হয় বা ক্ষতি হয়। কখনও ক্ষতি, কখনও লাভ, এইসব তো চলতেই থাকে। বাবা বলেন অর্ধকল্প তোমাদের যে খাতাটি ক্ষতি-র দিকে গেছে, এখন আবার জমা করতে হবে। ক্ষতি-র দিকে কেন গেছে ? কারণ তোমরা দেহ-অভিমানী হয়েছ , মায়া রাবণ খাতা খারাপ করে দিয়েছে। মায়া সবার ক্ষতি করেছে তাই সবাই কাঙাল হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বলো - বাবা, আপনি সত্য বলছেন, সঠিকভাবে মায়া অনেক ক্ষতি করেছে। ক্ষতি হতে হতে সবাই কড়ি তুল্য হয়েছে। এখন সত্য পিতা নয় থেকেও নারায়ণ হওয়ার মতামত দিচ্ছেন। যে শ্রীমতের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ হব এবং আমাদের অর্ধকল্পের জন্যে জমা হয়ে যায়। এই একবারই খাতা জমা হয়। বাবা বলেন ভালো ভাবে খাতা জমা করতে হবে। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হলে দেহি-অভিমানী হও। বাবাকে স্মরণ করো। আত্মা-ই পতিত হয় তাইজন্যে পাপ-আত্মা, পুণ্য-আত্মা বলা হয়। পাপ শরীর বলা হয়না। পাপ-আত্মায় পরিণত করে মায়া রাবণ। বাবাকে স্মরণ না করলে পুণ্য-আত্মা হবে কিভাবে। অশুদ্ধ অহংকার হল একনম্বর ভূত। মায়া কত ক্ষতি করেছে। দুনিয়ায় এই লাভ ক্ষতির বিষয়ে কারো জানা নেই। এইসব বাবা বলে দেন। শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। ভগবান হলেন এক, যিনি এসে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। এই যোগ খুব লাভজনক। মানুষকে

ঊর্ধ্বে ওঠায়। শুধুমাত্র একটি কথায় নিশ্চয় রেখে এক পিতাকে স্মরণ করতে থাকো, ব্যাস। এই কথা তো জানো ধৈর্য রাখতে হবে। অবশ্যই আমাদের ভাগ্য উদয় হয়েছে । বাবা আমাদের পার করিয়ে নিয়ে যাবেন। এই বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে নিয়ে যেতে বাবা এসেছেন। একমাত্র তিনি-ই হলেন খিবাইয়া অর্থাৎ পার করান যিনি। পতিত পাবন হলেন খিবাইয়া । যারা সাতাঁরে তীক্ষ্ণ হয় তারা খুব যুক্তির সঙ্গে সাতাঁর দেয়। খুব সহজ ভাবে সাতাঁর শেখায়। তোমরা বাচ্চারা জানো - বাবা আমাদের কত সহজভাবে কলিযুগী তীর থেকে সত্যযুগী তীরে নিয়ে যাচ্ছেন, বুদ্ধিযোগ অথবা স্মরণের দ্বারা। আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছেন। বাবা নিজে এসে আত্মাদের জ্যোতি জাগ্রত করেন। ওঁনাকে দীপ শিখাও বলা হয়। জ্যোতি স্বরূপও বলা হয়। মানুষ মরলে প্রদীপ জ্বালানো হয়। তাতে ঘি ঢালা হয়। তোমাদের জ্ঞান ঘৃত অর্ধকল্প প্রাপ্তি না হওয়ায় সকলের প্রদীপ প্রায় নিভে গিয়েছে। অল্প জ্যোতি আছে। এই সময় হল ঘোর অন্ধকার। সত্যযুগে হয় উজ্জ্বল সকাল। এখন আবার আত্মারা তোমাদের সবার প্রদীপ জাগ্রত হচ্ছে। সাথে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রও তোমরা প্রাপ্ত করছ। পত্রেও লেখা হয় মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা ..... বাবা খুব মিষ্টি কিনা। তোমরা প্রাক্টিক্যালে এই টেস্ট কর যে বাবা কত মিষ্টি, কত প্রিয় ! আমাদের কত মিষ্টি করেন! এই কথাও তোমরা জানো - আমরা কত মিষ্টি , কত প্রিয় ছিলাম ! তারপর আমরাই পূজ্য থেকে পূজারীতে পরিণত হয়ে নিজেকেই পূজো করি। আমরা সেই লক্ষ্মী নারায়ণ অথবা সূর্যবংশী ছিলাম। তারপরে আমরাই সেই চন্দ্রবংশী হই। এখন আবার সূর্যবংশীতে যাই অর্থাৎ লাভে থাকি, তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং পড়াশোনা করতে হবে। এইসব খুব ওয়ান্ডারফুল কথা। গায়নও আছে সেকেন্ডে রাজা জনকের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। আমাদের জনক সম জ্ঞান চাই। তোমরা সবাই জনক তাইনা। ঘরের মালিক তাইনা। কেউ বেশি, কেউ কম বিত্তবান । সবাই তো জনক কিনা। গরিব মানুষও নিজেকে ঘরের মালিক ভাববে। তাই তোমরা সবাই নিজেকে জনক নিশ্চয় কর। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ বাবাকে বলা হয় কারণ সবচেয়ে গরিব ভারতবাসী হয়েছে। একজন তো তোমাদের সম্পূর্ণ বেগর হতে হবে। এই দেহটিও নিজের ভেবো না। একটি কাহিনী আছে না - বলা হয় , লাঠিও তুলোনা। বাবা বলেন মুখ্য হল দেহ অহংকার। দেহকে ভুলে যাও। একমাত্র পিতাকে স্মরণ কর। এইসব তোমরা সবাই জানো - আমি আত্মা, এই হল শরীর। একটি শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করা হয়। পুনর্জন্মের কথা সবাই বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই যে যুগে থাকবে সে যুগেই পুনর্জন্ম হবে। ৮৪ জন্ম আছে কিনা। এই হল চক্র। বাচ্চারা তোমাদের থেকেই আদি কাল আরম্ভ হয়। তারপরে তোমরা নীচে আসো। এই হল স্ব দর্শন চক্র। তৃতীয় নেত্রও তোমরা প্রাপ্ত কর। যত বাবাকে স্মরণ করবে , ততই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। জীবন মুক্তি তো সবারই প্রাপ্ত হয়। প্রথমে তো মুক্তিতে যেতে হবে। তোমরাও প্রথমে মুক্তিতে যাও তারপর জীবনমুক্তিতে আসবে। স্বর্গে সর্ব প্রথম দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা আসবে, যে ধর্ম এখন লুপ্ত প্রায় হয়েছে।

এখন বাবা আশীর্বাদ করেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, সদা শান্তি ভব। চিরঞ্জীব ভব অর্থাৎ অনেক জন্ম জীবিত থাকো। আশীর্বাদ তো বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তারপরে প্রত্যেক কে নিজের পুরুষার্থ করতে হবে যে আমরা চিরঞ্জীব হব কিভাবে। বাবাকে স্মরণ করেই তোমরা চিরঞ্জীব হচ্ছ। এই আশীর্বাদ বাবা করছেন। ব্রাহ্মণ জন বলেন আয়ুষ্মান ভব। বাবাও বলেন - বাচ্চারা সদা জীবিত থাকো। তোমরাও বুঝতে পারো আমরা চিরঞ্জীব হই। অর্ধকল্প কখনও কাল গ্রাস করবেনা। সত্যযুগে মৃত্যুর কথা নেই। এখানেতো মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় তাইনা। তোমরা তো পুরুষার্থ করছ মৃত্যুর জন্যে। শরীর ত্যাগ করে আমরা নিজের পিতার কাছে ফিরে যাব, স্বর্গবাসী হতে। নির্বাণধাম

যাওয়ার জন্যে শুধু পুরুষার্থ কর, সন্ন্যাসীগণ করতে পারেনা। তারা না নিজে মুক্তি লাভ করেন, না অন্যকে করাতে পারেন।

তোমরা জানো আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করব। কেউ বলে - বাবা, আমরা শীঘ্র আসব। বিনাশ কবে হবে ? আমরা কবে যাব ? তোমরা এমন কথা বোলোনা - আমরা কবে যাব ! এমন বলা অর্থাৎ বাবা আপনি কবে ফিরবেন ! এই রকম হিসেব হয়। তোমরা শিববাবার কাছে বসে আছ। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদেরই স্মরণিকা তৈরি আছে। অতি প্রিয় বাবার সন্তান হয়েছ , তাই তোমাদেরও বাবার মতন খুব মিষ্টি, খুব প্রিয় হতে হবে এবং সবাইকে এমন করতে হবে। সময় তো লাগে। কেউ খুব তীব্র বেগে দৌড়ায়, কেউ কম। কল্প পূর্বের মতন বলা হবে এই পর্যন্ত অমুক এমন দৌড় দিয়ে ফুলে পরিণত হয়েছে। এতজন কুঁড়ি হয়েছে। কেউ তো কুঁড়ি হয়ে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে আবার কাঁটায় পরিণত হয়। মায়ার ঝড় এলে কুঁড়ি ও ফুল কিছুই থাকেনা । বড় কাঁটায় পরিণত হয়। অনেক অবলাদের উপরে অত্যাচার হওয়া আরম্ভ হয়। তাদের বন্ধনে রাখা হয়। অনেক ক্ষতি হয়। বৃন্দাবনের কথা - ভিতরে ডান্স হত ... এ হল জ্ঞান ডান্সের কথা। তোমরা বাচ্চারা বিভিন্ন স্থান থেকে আসো জ্ঞান ডান্স শিখতে। তখন বাবা বলেন যে মেঘ রিফ্রেশ হবে সে জ্ঞান ডান্স করবে। বাবা বলেন আরও একটু সময় আছে। এইটি তো খুব ভালো সময়। যত সময় পাও ততই ভালো। আমাদের অবস্থা পাকা হয়ে যাবে। বাবা রত্ন দিতে এসেছেন কিনা। এখন তো অবস্থা খুব কাঁচা । সবার জমা হয়না। বিশাল রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এইসব তোমরা জানো যে আমরা বাবাকে স্মরণ করে রাজধানী স্থাপন করি। বাবা ও খাজানা স্মরণে থাকে। স্মরণ দ্বারা আমরা নিজের স্বরাজ্য স্থাপন করি। স্ব অর্থাৎ আত্মার কাছে এখন রাজত্ব নেই। আবার আমরা সেই রাজার রাজা হব। এই নেশা আত্মার থাকে। আত্মা এই অর্গান দ্বারা বর্ণনা করে। আত্মাদেরই এই সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। বীজ এবং ঝাড়কে জেনেছে। সর্ব প্রথম পিতার পরিচয় দিতে হবে। ইনি হলওন সব আত্মাদের নিরাকারী পিতা। প্রথমে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। শুদ্র বর্ণকে ব্রাহ্মণ বর্ণে পরিণত করেন। এই হল টপ মোস্ট বংশতালিকা। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা তারপর ক্ষত্রিয়, তারপর ইসলামী, বৌদ্ধি ইত্যাদি সবাই উদিত হয়। ইনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, শারীরিক পিতা উঁচু থেকে উঁচু ব্রহ্মা। রুহানী বাবা হলেন শিববাবা। মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন এবং স্থূল বতন। ব্রহ্মা দ্বারা এই ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। তারপরে তারা দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রে পরিণত হবে। নাটসেল সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে আছে। শরীর নির্বাহ অর্থে কর্ম করতে হবে কারণ তোমরা হলে কর্মযোগী। চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি করার জন্যে ৮ ঘন্টা তোমাদের ফ্রী সময় আছে। সেসব তো করতেই হবে। সরকারের চাকরি ৮ ঘন্টার হয়। গভর্নমেন্টের চিফ জাস্টিস থাকে। কিন্তু তিনি তো সম্পূর্ণ জাজমেন্ট দেন না। এই হল পাণ্ডব গভর্নমেন্ট তার সঙ্গে ধর্মরাজও। বাচ্চাদের বোঝান হয় যদি ভালো ভাবে বাবার সার্ভিসে থাকবেনা, দেহি অভিমানী হবেনা এবং কোনও উল্টো কর্ম অর্থাৎ বিকর্ম করবে তাহলে দন্ড জমা হয়ে যাবে। এই হল হাইয়েস্ট গভর্নমেন্ট, হাইয়েস্ট সুপ্রিম জাজও। কোনোরকম গাফিলতি করতে ট্রাইব্যুনাল বসবে। বিশেষ করে বাচ্চারা তোমাদের জন্যে। যে যেরকম কর্ম করে সে সেরকম ফল প্রাপ্ত করে। এই হল রুহানি গভর্নমেন্ট। রূহ বা আত্মা দন্ড ভোগ করে। এখানে তো স্থূল দন্ড প্রাপ্ত হয়। ওই হল গুপ্ত সাজা, গর্ভে সাজা ভোগ করে। তারপরে বলে আমায় বাইরে বের কর। কিন্তু জেল-বার্ড তো অর্ধকল্প হতেই হয়। তারপরে অর্ধকল্প তোমরা গর্ভ মহলে থাকো। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের কত সার্ভিস করি, এই পতিত দুনিয়ায়, পতিত দেহে এসে। আমায় এনার দেহেই আসতে হয়, এনার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। ব্রহ্মা সরস্বতী, শ্রী নারায়ণ এবং

শ্রী লক্ষ্মী হয়, সেইরূপ-ই ওনার সন্তানদের । তোমরা জানো আমরা মাতা পিতার সিংহাসনে বিরাজিত হব। একে অপরের উত্তরাধিকারী হও। প্রথমে যারা আসে তারা আবার পরে আসতে থাকে। এখানে বলা হয় মায়াকে পরাজিত কর তাহলে স্বর্গের মালিক হবে। পতিত মানুষ স্বর্গের মালিক হতে পারবেনা। বাবা বলেন ড্রামায় কল্প-কল্প আমার পার্ট আছে। তোমরা জানো এখন ড্রামা পূর্ণ হচ্ছে। সত্যযুগের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পুনরায় রিপিট হবে। তখন আমরা-ই দেবী দেবতা হব। তোমরা এই চক্রটিকে জানো। তোমাদের ভাগ্য উদয় হয়েছে। জ্ঞান সূর্য তোমাদের ভাগ্য উদয় করছেন। ভাগ্যে যে দাগ লাগে সেইটি হল - দেহ-অভিমান। মুখ্য কথা হল দেহি-অভিমানী হও। বাবাকে স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। কত সহজ এই কথা। তোমরা জানো এই হল পাঁচ হাজার বছরের কথা।

মুখ্য কথা বাবা বোঝাচ্ছেন - দেহী -অভিমানী হতে থাকো। বোঝাতে হয় ভগবান তো হলেন এক তাইনা, যাঁকে ভক্তজন স্মরণ করে। ভক্তগণ যদি ভগবান হয় তাহলে স্মরণ করবে কাকে। ভক্ত অথবা সাধু সাধনা করেন ভগবানের। বলেন জ্যোতিতে জ্যোতি বিলীন হবে। কিন্তু নির্বাণ ধামের মালিক চাই তাইনা। এমন নয় ব্রহ্ম-ই ভগবান। ভগবান বলেন - এইসব তোমাদের বিভ্রম। আমি তো স্টার, ব্রহ্মে বাস করি । যেমন আত্মায় ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট নির্দিষ্ট আছে , যা কখনো বিনাশ হতে পারেনা। এমন বাবা বলেন আমি আত্মাও এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি। এইসব হুবহু আবার রিপিট হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে প্রকৃত ব্যবসায়ী হতে হবে। সত্য ব্যবসা করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। জ্ঞান ডান্স শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে।

বরদান :- করনকরাবনহারের স্মৃতিতে বিঘ্নের বীজ সমাপ্তকারী সমর্থ আত্মা ভব

ব্যাখা: সর্ব প্রকারের বিঘ্নের বীজ দুটি শব্দে নিহিত আছে : এক অভিমান এবং দ্বিতীয় অপমান। সেবার ক্ষেত্রে কখনো অভিমান আসে যে আমি করেছি, আমিই করতে পারি .... বা কখনও আমায় আগে করা হয়নি কেন , আমায় কেন বলা হল, আমার অপমান করা হয়েছে। এইরকম ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন বিঘ্নের রূপে আসে। যখন তোমরা হলে খোদাই খিদমতগার, করন করাবনহার হলেন বাবা তখন অভিমান কোথা থেকে আসে, অপমান কোথায় হয়েছে ? তাই কম্বাইন্ড রূপের স্মৃতি দ্বারা সমর্থ আত্মা হও তো বিঘ্নের বীজ সদাকালের জন্যে সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান - জ্ঞান স্বরূপ হতে হলে বাবা এবং পড়াকে সমান ভাবে ভালোবাসো ।